গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ্জ অফিস
আশকোনা, বিমানবন্দর, ঢাকা ।

নং-১৬.০৩.০০০০. ০০১.০০৭.৪৪.১৮-৬৮০ তারিখ-১৫.০১.২০১৯-খ্রিঃ ।

বিষয়: ২০১৯ সালের হজে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণলয় ও হজ এজেন্সীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদন ।
সূত্র : ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-১৬.০০.০০০০.০০৩.০০৬.১৬-৬৭,তাং-১৪.০১.২০১৯-খ্রিঃ ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪০হি:/২০১৯ সনের হজ কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক,হজ অফিস,ঢাকা এর সাথে মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত বৈধ তালিকার হজ এজেন্সীর স্বত্তাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা অংশীদার/পরিচালক/চেয়ারম্যানগণকে নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদিসহ ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদনপূর্বক আগামী ২৪/০১/২০১৯-খ্রিঃ তারিখের মধ্যে হজ অফিস,ঢাকায় জমা করার জন্য অনুরোধ করা হলো ।

১। হজ লাইসেন্স এর ফটোকপি (মূলকপি সঙ্গে আনতে হবে)।
২। ট্রেড লাইসেন্স এর ফটোকপি (মূলকপি সঙ্গে আনতে হবে)।
৩। মোনাজেম হিসাবে দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারনামা- ১ কপি ।

১৫/০১/২০১৯
(মো: সাইফুল ইসলাম)
পরিচালক
হজ অফিস,ঢাকা
ফোন : ৪৮৯৫৮৪৬২

স্বত্তাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা অংশীদার/
পরিচালক/চেয়ারম্যান ।

নং-১৬.০৩.০০০০. ০০১.০০৭.৪৪.১৮-৬৮০ তারিখ-১৫.০১.২০১৯-খ্রিঃ ।

অনুলি পি সদয় অবগতির ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য :

১। সচিব,ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব,ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা ।
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক,বিজনেস অটোমেশন লি:,কারওয়ান বাজার,ঢাকা (উক্ত পত্রটি হজের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

(মো: সাইফুল ইসলাম)
পরিচালক ।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও হজ এজেন্সির মধ্যে চুক্তিপত্র

প্রথম পক্ষ পরিচালক হজ অফিস বিমানবন্দর, ঢাকা। (ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে)	দ্বিতীয় পক্ষ স্বত্তাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার / ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিচালক (যার নামে হজ লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছে বা যৌথ মালিকানার এজেন্সির ক্ষেত্রে পরিচালনার সিদ্ধান্তপত্র, যা পরিচালক হজ অফিস ঢাকা নিশ্চিত করে নিবেন) ---------- ----------

২০১৯ (১৪৪০ হিজরী) সনে বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের জন্য সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা সহজ, সুশৃংখল ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে উপরে বর্ণিত পক্ষদ্বয় জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পালন করার জন্য সম্মত হয়েছে :

১. ২০১৯ (১৪৪০ হিজরী) সনে সরকারি ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রী প্রতি সরকারের ২য় প্যাকেজের সমান সুযোগ সুবিধায় ধার্যকৃত টাকার নিম্নে দ্বিতীয় পক্ষ হজ প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারবে না এবং এজেন্সি কর্তৃক সরাসরি অথবা প্রতিনিধির মাধ্যমে এর নিম্নে কোন অর্থ আদায় করবে না। সরকারের ২য় প্যাকেজে ঘোষিত সেবাসমূহের (সৌদি মোয়াল্লেম সেবাসহ) চেয়ে কোনক্রমেই এজেন্সির প্রদত্ত সেবা নিম্নতর হবে না। ২য় পক্ষ পরবর্তী বৈধ হজ এজেন্সির তালিকা প্রকাশ বা বাংলাদেশ সরকার ও রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত না থাকলে প্রাক-নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে।

২. দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ অনুসারে প্রত্যেক হজযাত্রী ও হজ এজেন্সি পৃথক পৃথকভাবে সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত শর্তাবলী সংবলিত চুক্তিপত্রে (ফরম ১৫) স্বাক্ষর করবে। উক্ত চুক্তিপত্রের একটি কপিসহ আনুষঙ্গিক সকল কাগজপত্র হজ অফিস কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিচালক, হজ অফিস, বিমানবন্দর, ঢাকা বরাবর দাখিল করবে।

৩. দ্বিতীয় পক্ষ ও হজযাত্রীর মধ্যে চুক্তিপত্র সম্পাদন না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষ হজযাত্রীর নিকট হতে কোন অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। হজে গমনেচ্ছু প্রার্থীর নিবন্ধন তালিকা প্রকাশের পূর্বে ২য় পক্ষ হজে গমনেচ্ছুদের নিকট থেকে প্রাক-নিবন্ধনের ফি ও জামানতের অর্থ ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করবে না। শুধুমাত্র নিবন্ধন তালিকায় প্রকাশিত হজযাত্রীদের নিকট হতে হজ প্যাকেজের অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করা যাবে। একাধিক হজ এজেন্সি সমন্বিতভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে লীড এজেন্সি হজযাত্রীদের সকল দায়-দায়িত্ব বহণ করবে। হজযাত্রী নিবন্ধন থেকে শুরু করে হজযাত্রী প্রেরণ ও দেশে প্রত্যাগমন এবং সৌদি আরবে হজযাত্রী প্রাপ্য সেবা প্রদানের সার্বিক দায়িত্ব নিবন্ধনকারী এজেন্সিকে বহন করতে হবে।

৪. প্রাক-নিবন্ধন (Pre-registration) বাবদ নির্ধারিত অর্থ নির্ধারিত ব্যাংকে জমা প্রদানপূর্বক প্রাক-নিবন্ধন (Pre-registration) সম্পন্ন করতে হবে। অবশিষ্ট অর্থ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ঘোষিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির নির্ধারিত ব্যাংকে জমা করতে হবে। নিবন্ধনকৃত হজযাত্রীর সার্বিক দায়-দায়িত্ব নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির জেনে দ্বিতীয় পক্ষ নিবন্ধনকার্য সম্পাদন করবে।

৫. দ্বিতীয় পক্ষ কর্তৃক ঘোষিত হজ প্যাকেজ- ২০১৯ (১৪৪০ হিজরী) অনুসারে হজের ব্যয় বাবদ অর্থ হজে গমনেচ্ছু আবেদনকারীদের নিকট হতে সরাসরি অফিসিয়াল রশিদমূলে গ্রহণ করবে অথবা প্রদেয় অর্থ হজযাত্রী নিবন্ধনকারী হজ এজেন্সির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করবেন বা ডিমান্ড ড্রাফট/পে-অর্ডার এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ করবেন এবং রশিদ, জমা স্লিপ ও ডিডি/পে-অর্ডারের ফটোকপি চুক্তির সংলাগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

৬. দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী হজযাত্রীদের জন্য নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

(ক) পাসপোর্টের (MRP) মাধ্যমে হজযাত্রী প্রেরণের ব্যবস্থা;
(খ) সৌদি আরবের ভিসার ব্যবস্থা;
(গ) মক্কায় কাবা শরীফ ও মদীনায় মসজিদে নববী থেকে নির্ধারিত দূরত্বে তাসরিয়াযুক্ত/তাসনিফযুক্ত বাড়ি/হোটেল আবাসনের ব্যবস্থা এবং মক্কায় হারাম শরীফ থেকে ২ কিঃ মিঃ এর উর্ধ্বে দূরত্ব হলে পরিবহনের ব্যবস্থা করে হজযাত্রীদের হারাম শরীফে আনা-নেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ;
(ঘ) কমপক্ষে বিমানের সাধারণ শ্রেণীতে সৌদি আরবে আসা-যাওয়ার টিকেটের ব্যবস্থা;
(ঙ) মক্কা এবং মদীনায় রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ জায়গায় ১ টি খাট, ১ টি বিছানা, ১ টি বালিশ ও ১ টি কম্বল সংস্থানের ব্যবস্থা;
(চ) শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের সংস্থান;
(ছ) সর্বোচ্চ ৫/৬ জনের জন্য ১টি গোসলখানা/টয়লেট;
(জ) প্রতি বাড়িতে পর্যাপ্ত সাপ্লাইয়ের পানির ব্যবস্থা;
(ঝ) বাড়ির প্রতি ফ্লোরে এক বা একাধিক ফ্রিজের ব্যবস্থা;
(ঞ) মিনায় তাঁবুতে হজযাত্রী প্রতি ১ টি বিছানা, ১ টি বালিশ ও ১টি কম্বলসহ ১ বর্গমিটার জায়গার ব্যবস্থা;
(ট) সৌদি আরবের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত ব্যবস্থাপনায় মানসম্মত খাবার সরবরাহ ও কুরবানীর ব্যবস্থা (যদি প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকে);
(ঠ) কুরবানী নিশ্চিত করার জন্য সৌদি আরবে ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক-এ অর্থ জমা করে রশিদ (Money receipt) প্রত্যেক হজযাত্রীকে দিতে হবে;
(ড) হজযাত্রীদেরকে সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

(ঢ) হজযাত্রী সৌদি আরবে গমনের ৭২ ঘন্টা পূর্বে তাঁর যাত্রার ফ্লাইট সংক্রান্ত তথ্য হজ অফিস, ঢাকাকে বিনা ব্যর্থতায় জানাবে এবং এ তথ্য বাংলাদেশ ই-হজ সিস্টেম এবং সৌদি ই-হজ সিস্টেমে আপলোড করবে;

(ণ) হজযাত্রীর পাসপোর্টের পিছনে বাড়ির ঠিকানা ও মোয়াল্লেম নম্বর সংবলিত স্টিকার আবশ্যিক ভাবে সংগ্রহ করতে হবে এবং নির্দিষ্ট বাড়ির বিপরীতে লাল, সবুজ, নীল ও হলুদ ইত্যাদি রংয়ের স্টিকার ব্যবহার করতে হবে;

(ত) হজ চুক্তি এজেন্সির ওয়েব পেজে আপলোড করতে হবে (যদি থাকে) এছাড়া এজেন্সির অফিসে আগত হজযাত্রী এবং তাঁর নিকট আত্মীয়গণ সহজেই যেন দেখতে পায় এমন দৃশ্যমান জায়গায় হজচুক্তির কপি টানিয়ে রাখতে হবে;

(থ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত নিম্নতম প্যাকেজ মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে হজযাত্রী প্রেরণের জন্য কোন চুক্তি করা যাবে না;

(দ) অসুস্থ হজযাত্রী/হাজীকে চিকিৎসা এবং দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে হবে;

(ধ) ফিতরা বাড়ি/হোটেল ভাড়া করলে তা সৌদি আরবে গমনের পূর্বেই হজযাত্রীকে অবহিত করতে হবে;

(ন) হজযাত্রীর আবাসনস্থলে হজ নীতিমালা অনুযায়ী হজকর্মী নিয়োগ করতে হবে;

(প) প্রতি ৪৪ জন হজযাত্রীর বিপরীতে একজন হজ গাইড আবশ্যিক ভাবে নিয়োগ করতে হবে;

(ফ) হজযাত্রীকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধার বিষয়ে লিখিত চুক্তি করতে হবে;

(ব) প্যাকেজ ঘোষণার সময় সরকারি প্যাকেজের ন্যায় খরচের উপখাতগুলো উল্লেখপূর্বক প্যাকেজ ঘোষণা করতে হবে;

৭. দ্বিতীয় পক্ষ হজযাত্রী সংগ্রহের লক্ষ্যে কোন দালাল/কাফেলা লীডার/ গ্রুপ লিডার নিয়োগ দিতে বা তাদের মাধ্যমে হজযাত্রীদের নিকট হতে কোন অর্থ সংগ্রহ করতে পারবে না। তবে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান করত: প্রতিনিধি/গাইড নিয়োগ করতে পারবে।

৮. দ্বিতীয় পক্ষ সরকার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হজে গমনেচ্ছু আবেদনকারীর সংখ্যা, নামের তালিকাসহ আনুষঙ্গিক তথ্যাদি ও কাগজপত্র পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকা/বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ এর নিকট দাখিল করতে বাধ্য থাকবে।

৯. দ্বিতীয় পক্ষ হজের আহকাম-আরকান, সৌদি আইন-কানুন, ভ্রমণের নিয়ম-কানুন, Civic sense, ওয়াশরুমসহ বাড়ির আধুনিক ফিটিংস ব্যবহার বিষয়ে হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে এবং প্রত্যেক হজযাত্রীকে লাগেজরুলসের কপি সরবরাহ করবে।

১০. দ্বিতীয় পক্ষ সৌদি আরবের বিধি-বিধান অনুসরণে ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মক্কা ও মদীনাতে বাড়িভাড়া সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এবং কাগজপত্র বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা এবং হজ অফিস, ঢাকায় দাখিল করবে।

১১. রাজকীয় সৌদি সরকারের হজ সংক্রান্ত বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুসারে দ্বিতীয় পক্ষ কোন অবস্থাতেই তাসরিয়া/তাসনিফবিহীন কোন বাড়ি/হোটেলে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে পারবে না। যে বাড়ি বা হোটেলের বিপরীতে বারকোড সংগ্রহ করা হবে সেই বাড়ি/হোটেলেই হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। বাড়ি/হোটেলে সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থাসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। বাড়ি/হোটেলের মান ও প্রদেয় সুবিধা সরকারি ব্যবস্থাপনার চেয়ে নিম্নতর হবে না।

১২. দ্বিতীয় পক্ষ সৌদি সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্যাটারিং কোম্পানীর মাধ্যমে হজযাত্রীদের খাবার সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. দ্বিতীয় পক্ষ সৌদি আরবে বাড়ি/হোটেল ভাড়ার তথ্য এবং ফ্লাইট ইনফরমেশন অনলাইনে হজক্যাম্পে অবস্থিত আইটি ফার্মকে আবশ্যিকভাবে সরবরাহ করবে । বাড়ি/হোটেল ভাড়ার তথ্য প্রদান করা না হলে জেদ্দাস্থ ইমিগ্রেশন অতিক্রম করা যাবে না।

১৪. দ্বিতীয় পক্ষ হজযাত্রীদের মক্কা ও মদিনায় পৌঁছার পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে হজযাত্রীদের পাসপোর্ট নম্বর, নাম ও ঠিকানা, মক্কা/মদিনায় অবস্থানের ঠিকানাসহ একটি তালিকা বাংলাদেশ হজ অফিস, মক্কা/মদিনা-তে দাখিল করবে।

১৫. দ্বিতীয় পক্ষ মক্কা ও মদীনায় যে বাড়ী বা হোটেলে হজযাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করবে তার সঠিক ঠিকানা হজ প্রশাসনিক দলের দলনেতা এবং কাউন্সেলর (হজ) মক্কা এবং হজ অফিসার মদীনাকে প্রদান করবে। সৌদি আরবস্থ তার প্রতিনিধির সৌদি আরবে সচল মোবাইল নম্বর সরবরাহ করবে। প্রশাসনিক দল হজযাত্রীদের মক্কা ও মদীনায় আবাসন,খাওয়া-দাওয়াসহ অন্যান্য ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করবে। তদুপরি অভিযোগ পাওয়া গেলে তা কোন কর্মকর্তা বা কমিটি দ্বারা তদন্ত করাবে। দ্বিতীয় পক্ষ এই সকল কাজে সহযোগিতা করতে বাধ্য থাকবে। দ্বিতীয় পক্ষ বা তার মোনাজ্জেম অবশ্যই হজ মৌসুমে সৌদি আরবে সার্বক্ষণিক মোবাইল সক্রিয় রাখবে। হারানো হজযাত্রীকে দ্রুত তাঁর বাড়ি / তাঁবুতে ফেরত না নেয়া বা ভুল মোবাইল নম্বর প্রদান করা অসদাচরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৬. বাংলাদেশ হতে বিমান/উড়োজাহাজযোগে সরাসরি মদিনায় হজযাত্রী প্রেরণের ক্ষেত্রে মদিনায় পৌছানোর ন্যূনতম ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা আগে দ্বিতীয় পক্ষ ফ্লাইট নম্বর, হজযাত্রীর নাম, ঠিকানা, পাসপোর্ট নম্বর মদিনায় অবস্থানের ঠিকানাসহ বিস্তারিত তথ্যাবলি মদিনার বিমান বন্দরস্থ আদিল্লা অফিস,তরিক হিজরাস্থ আদিল্লা অফিস ও বাংলাদেশ হজ অফিস, মদিনায় প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

১৭. দ্বিতীয় পক্ষ মদিনা আল মোনাওয়ারায় মসজিদে নববীতে হজযাত্রীদের অবশ্যই ৪০ (চল্লিশ) ওয়াক্ত নামাজ আদায় নিশ্চিত করবে।

১৮. দ্বিতীয় পক্ষ অন্য কোন হজ এজেন্সির হজযাত্রীকে তার নিজস্ব পরিচয়ে ও তত্ত্বাবধানে হজে নিতে পারবে না। দ্বিতীয় পক্ষ কমপক্ষে ১৫০ জন হজযাত্রী প্রেরণের বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধ্য থাকবে। ১৫০ জনের নিম্নে হজযাত্রী প্রেরণ করতে পারবে না। যদি একাধিক এজেন্সি সমন্বিতভাবে হজ কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায় তাহলে এজেন্সিসমূহ একটি লীড এজেন্সি নিধারণ করবে। এক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম কোটা পূরণের স্বপক্ষে লীড এজেন্সি ঘোষণা করত: সমন্বয়কারী এজেন্সী/এজেন্সীসমূহের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি থাকতে হবে। নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে সম্পাদিত সমঝোতা চুক্তির কপি হজ অফিস, ঢাকায় দাখিলপূর্বক লীড এজেন্সিকে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষে পরিচালক, হজ অফিস, ঢাকার সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

১৯. দ্বিতীয় পক্ষ হজযাত্রীদের বাংলাদেশ ত্যাগ ও প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত সৌদি আরবে তাঁদের সংগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়োগ করবে। হজযাত্রীদেরকে সৌদি আরবে পরিত্যাগ করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করবে না। তবে অনিবার্য কারণে হজযাত্রী রেখে সৌদি আরব ত্যাগের প্রয়োজন হলে হজ এজেন্সির স্বত্তাধিকারী/প্রতিনিধি হজ অফিসকে লিখিতভাবে জানিয়ে মিশনের সম্মতিক্রমে তা করতে পারবেন।

২০. দ্বিতীয় পক্ষ শুধুমাত্র তার এজেন্সির নিবন্ধিত প্রাপ্ত হজযাত্রীগণের তথ্য প্রেরণসহ ভিসা লজমেন্ট করবে। হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে হজযাত্রীদের ফ্লাইট নিশ্চয়তার তথ্য হালনাগাদ এয়ারলাইন্স হতে প্রত্যয়নপত্র এজেন্সীরা সংগ্রহ করে তা হজ অফিস, ঢাকায় যাচাইয়ের জন্য জমা দিবে।

২১. দ্বিতীয় পক্ষ ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিট ছাড়া গ্রুপ লীডারদের মাধ্যমে কোন হজযাত্রীকে হজক্যাম্পে আনবে না। এজেন্সির প্যাডে হজযাত্রীদের তালিকা সংবলিত আবেদনপত্র, পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিটসহ এজেন্সির স্বত্তাধিকারী/ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হজযাত্রীদের নিয়ে আসবেন।

২২. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় সিটি চেক ইন-এ ২য় পক্ষ সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে।

২৩. দ্বিতীয় পক্ষ হজযাত্রীদের জন্য বা এজেন্সির প্রতিনিধির জন্য সরকার নির্ধারিত ইউনিফর্ম/পোশাক/চিহ্ন পরিধান/ব্যবহার নিশ্চিত করবে।

২৪. দ্বিতীয় পক্ষ সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার স্বার্থে হজ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত সরকারি কর্মচারীদেরকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

২৫. দ্বিতীয় পক্ষ সৌদি সরকারের নির্ধারিত আইন-কানুন যথাযথভাবে মেনে চলবে। এমন কোন আচরণ করবে না যাতে সৌদি আরবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

২৬. দ্বিতীয় পক্ষ হজযাত্রী প্রেরণ ও প্রত্যাবর্তনের নিমিত্ত ফ্লাইট সিডিউল প্রণয়ন, আসন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রতিপালন করবে।

২৭. প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের ব্যবস্থাপনাধীন হজযাত্রীদের আবেদনসমূহ প্রক্রিয়াকরণ, তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও তাঁদের জন্য হজ ফ্লাইটের ব্যবস্থা, তাঁদের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং সৌদি আরবে ও হজক্যাম্পে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

২৮. প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের হজযাত্রী ও দ্বিতীয় পক্ষের প্রতিনিধির সৌদি ভিসা ও বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহে সহায়তা, সৌদি আইন-কানুন ও দৈবদুর্বিপাক সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলায় ও সৌদি আরবে দুর্ঘটনায় পতিত (যদি থাকেন) হজযাত্রীদের আইনী সহায়তা, গুরুতর অসুস্থ হজযাত্রীদের বাংলাদেশে প্রেরণে সহায়তা, সৌদি আরবে মৃত্যুবরণকারী হজযাত্রীদের দাফনের কাজে সহায়তা, আপৎকালীন সাহায্য, হারানো হজযাত্রীদের সঠিক ঠিকানায় পৌঁছাতে সহায়তা, সৌদি আরবে বাড়ী ভাড়া করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং দ্বিতীয় পক্ষের হজ ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবে।

২৯. দ্বিতীয় পক্ষ তার হজ এজেন্সির মাধ্যমে পবিত্র হজব্রত পালনের জন্য সৌদি আরবে প্রেরীত সকল হজযাত্রীকে হজ শেষে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করানো নিশ্চিত করবে। যদি প্রথম পক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সৌদি আরবে কর্মসংস্থান অথবা অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে থেকে যাওয়ার জন্য হজযাত্রীদের নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ফেরত আনেনি তবে দ্বিতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসহ প্রচলিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩০. দ্বিতীয় পক্ষ জাতীয় হজ ও ওমরাহ নীতির সকল বিধি-বিধান, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রকাশিত "হজ ক্যালেন্ডার" এর মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমা, হজ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত রাজকীয় সৌদি সরকারের বিদ্যমান আদেশাবলী ও ভবিষ্যতে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল বিধি-বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। শর্তাবলী ভঙ্গ করলে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে দায়বদ্ধ থাকবে। প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন, ভিসা বা হজ ব্যবস্থাপনায় কোন মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তার দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সিকে বহন করতে হবে।

৩১. দ্বিতীয় পক্ষ যে সকল হজযাত্রীর নিবন্ধন করবে, হজ প্যাকেজে ঘোষিত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সকল অর্থ দ্বিতীয় পক্ষের নিজস্ব হিসেবে গৃহীত হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় পক্ষ কোনোভাবেই অর্থ না পাওয়ার অজুহাতে ভিসা, টিকেট ও আনুষঙ্গিক কার্য্যাদি বিলম্ব করতে পারবে না। একইসঙ্গে, রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট হজযাত্রীর সম্মতিক্রমে আবেদন করবে। তবে কোন অবস্থাতেই দ্বিতীয় পক্ষ ৪% এর বেশি হজযাত্রী প্রতিস্থাপন করতে পারবে না। ১০ শাওয়ালের মধ্যে হজযাত্রী প্রতিস্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। নির্ধারিত সময়ের পরে দ্বিতীয় পক্ষ প্রতিস্থাপনের কোন আবেদন করবে না।

৩২. প্রত্যেক হজযাত্রীর বিপরীতে স্টিকার ইস্যুর নিমিত্ত রাজকীয় সৌদি সরকারের সঙ্গে সম্পাদিত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বর্ণিত সময়ের মধ্যে সকল এজেন্সি সৌদি আরবস্থ ভাড়াকৃত বাড়ির তথ্য, ফ্লাইটের তথ্য এবং মোয়াল্লেমের নাম ও ঠিকানা **online** এ **submit** করবে।

৩৩. মন্ত্রণালয় ও হজ অফিসের **MIS report** নেয়ার স্বার্থে হজ এজেন্সি সিস্টেম হতে প্রদত্ত সরবরাহকৃত **password** এর মাধ্যমে চাহিত হজযাত্রীর যাবতীয় তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ওয়েবসাইটে (**www.hajj.gov.bd**) সরবরাহ করবে এবং প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন ও **HMIS** সিস্টেমে ইউজার ব্যবস্থাপনা ও প্রদানকৃত তথ্যাদির সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট হজ এজেন্সির বিধায় হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/অংশীদার বা প্রতিনিধি অবশ্যই এই সিস্টেমসমূহের ইউজার ও পাসওয়ার্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করবে। হজ এজেন্সি (দ্বিতীয় পক্ষ) কর্তৃক প্রদান ---------- ই-মেইল আইডিকে হজ এজেন্সির নিজস্ব ই-মেইল হিসেবে প্রাক-নিবন্ধন, নিবন্ধন এবং হজ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে ইউজার হিসেবে দ্বিতীয় পক্ষ ব্যবহার করবে।

৩৪. ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মোনাজ্জেম বিষয়ক পরিপত্র নং - ১৬.০০.০০০০.০০৩.১১.০০৭.১৬-৪৭৬ তারিখ ০৪ এপ্রিল ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী এতদসঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত মোনাজ্জেম নিয়োগ ও তাঁর অঙ্গীকারনামা সংযুক্ত করা হল।

৩৫. বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ২০১৯ (১৪৪০ হিজরী) সনের হজ সম্পর্কিত চুক্তি ও এর পরিশিষ্টসমূহ রাজকীয় সৌদি সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা/নির্দেশনাসমূহ প্রদান করা হবে তা এই চুক্তির অংশ হিসাবে গণ্য হবে।

স্বাক্ষর (প্রথম পক্ষ)

নাম :

পদবী :

জাতীয় পরিচয়পত্র :

স্বাক্ষর (দ্বিতীয় পক্ষ)

নাম :

পদবী :

জাতীয় পরিচয়পত্র :

সাক্ষী/সাক্ষীগণ

ক্রমিক নং	নাম ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	পদবি ও ঠিকানা	স্বাক্ষর ও সীলমোহর
০১.			
০২.			
০৩.			